ঈসা (আঃ) এর সম্পর্কে কোরআনের ৩০ টি আয়াতের আহমদিয়া/কাদীয়ানীদের ভুল ব্যাখ্যার জবাবঃ

ভণ্ড নবী মির্জা গোলাম কাদিয়ানী যে নিজেকে মসীহ এবং ইমাম মাহদী দাবী করে অথচ তার আম্মা বিবি মরিয়ম (আঃ)নন এবং না তার মধ্যে ইমাম মাহদীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বরং এই সকল মিথ্যুক ভণ্ডদের থেকে আমাদের রাসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস খানা দেখি।

٣٣٥١ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَتَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

---

২২৮ বুখারী শরীফ

৩৩৫১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আর্বিভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করবে।

ভণ্ড নবী মির্জা গোলাম কাদিয়ানী না তো তিনি মসীহ আর না তিনি দাজ্জালকে কতল করেছেন। আর দাজ্জালও কোন সময় বা সভ্যতা নয়। বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস খানা দেখিঃ

٦٦٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطُفُ اَوْ تُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ–

৬৬৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের ন্যায়। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইব্ন কাতান, বনী খুযা'আর এক ব্যক্তি।

কোরআন ও হাদিস দ্বারা এটা অকাট্যভাবে প্রমানিত যে ঈসা (আঃ) কে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র কারীরা সফল হয়নি এবং তার মৃত্যু ও এখনো হয়নি। বরং আল্লাহ পাক তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কেয়ামতের আগে তিনি আবার আসবেন কেয়ামতের নিদর্শন হিসাবে–নবী করিম (সঃ) এর উম্মত হিসাবে এবং দাজ্জাল কে কতল করবেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। আহলে কিতাবের সকলেই তার প্রতি ঈমান আনবে।কেয়ামতের পূর্বেই নির্দিষ্ট সময়ে তিনি মৃত্যু বরন করবেন। কিন্তু ভণ্ড মির্জা গোলাম কাদিয়ানী কোরানের ত্রিশটি আয়াতের ভুল ব্যখ্যা দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে প্রায় ১৯০০ বছর আগেই ঈসা(আঃ) মারা গিয়াছেন। নিম্নে তাদের ভুল ব্যখ্যার জবাব দেয়া হলো। যে আয়াত গুলোতে মিল আছে সে গুলোকে একত্রে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

১।আলে ইমরান: ৫৬ আয়াত

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যাঃ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে চারটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রথমটি তাঁর মৃত্যু, দ্বিতীয়টি তাঁর রা'ফা বা খোদার অসাধারণ নৈকট্য বা মৃত্যুর পর তাঁর আত্মিক উন্নতি, তৃতীয়টি কাফিরদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা, তাঁর পবিত্রতা প্রমাণ করা

এবং অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের প্রাধান্য লাভ। এ চারটি প্রতিশ্রুতি খোদা তা'লা যেভাবে বলেছেন সেই ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। খোদা তা'লা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, প্রথমে তাঁর মৃত্যু হবে, আর প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। কেউ কেউ বলে, এ আয়াতে যেই 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হলো আমি তোমাকে পুরা পুরা উঠাবে বা পুরা পুরা গ্রহণ করবো। কিন্তু, এই অর্থ করার কোন সুযোগ নেই, কারণ রসুল করীম (সা.)-এর সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং বলেছেন যে, 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' অর্থ 'মুমীতুকা' অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দেব। সুতরাং, আয়াতে উল্লেখিত বিষয়াবলীর ধারাবাহিকতায় প্রথমে তাঁর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, আর কার্যত তাই হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ঘটেছে।

আমাদের জবাবঃ

আরবিতে প্রতিটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। ইমাম আল কুরতুবি এর মতে ওয়াফাত শব্দটির তিন টি অর্থ রয়েছে।মৃত্যু,ঘুম এবং নিয়ে নেয়া যা ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে হয়েছিল [হারুন ইয়াহিয়ার jesus will return বইতে jesus did not die অধ্যায়]। তাফসীর ইবনে কাছীরেও বলা হয়েছে অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে এই সুরায় তাওয়াফফা শব্দটির নিদ্রার এই ভাবার্থ হিসাবেই এসেছে। তাওয়াফফা শব্দটি 'উঠিয়ে নেয়া' বিশেষ করে নিদ্রার সময়ে হিসাবে কোরআন শরীফে কয়েকবার এসেছে।

সুরা আনআম আয়াত ৬০

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

<u>তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন</u>

সুরা আয যুমার আয়াত ৪২

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

<u>আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।</u>

তাহলে তাওয়াফফা দিয়ে সবসময় মৃত্যু নির্দেশিত করবে এরকম কাদিয়ানী/আহমদীয়া যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল প্রমানিত হলো। আশ্চর্যজনকভাবে '<u>কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো।</u>' এর কোন ব্যাখ্যা আহমদীয়ারা দেইনি। এখনো ইহুদিরা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)একজন মিথ্যা নবী মনে করে এবং খ্রিষ্টানরা তাকে উপাস্য মনে করে। এখনো কাফেরদের থেকে তিনি পবিত্র হননি। নিশ্চিত ভাবেই ঈসা ইবনে মরিয়ম(আঃ) এর কেয়ামত এর পূর্বে পুনরায় আগমন ছাড়া যার যৌক্তিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

৭।সূরা আলে ইমরান: ১৪৫

আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যাঃ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব রসূল গত হয়েছেন। একই রীতি অনুসারে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) গত হয়ে যান তাহলে আশ্চর্যের কি আছে?

মহানবী (সা.) সম্পর্কে কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনি ইন্তেকাল করতে পারেন না। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর কারো কারো পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। হুযুর (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদিনার বাহিরে ছিলেন। ফিরে এসে তিনি এই অবস্থা দেখেন; সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ললাটে চুমু খেয়ে মসজিদে নববীতে গিয়ে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। আর বলেন যে,

> "তোমাদের মধ্য হতে যারা খোদার ইবাদত করে তারা নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তিনি চিরঞ্জীব; তিনি কখনও ইন্তেকাল করেন না। অপরদিকে যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করতো তাদের জানা উচিত যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন"।

এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, যার মাধ্যমে সাহাবারা বুঝতে পারেন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর পূর্বের নবীরাও। হযরত উমর (রা.) বলেন,

> "হযরত আবু বকর যখন এই আয়াত পাঠ করলেন আমার এমন মনে হলো যেন কুরআনের এই আয়াতটি প্রথমবার নাযিল হয়েছে এবং আমার পদযুগল দুর্বল হয়ে যায় আর আমার হাত থেকে তরবারী খসে পড়ে"।

সকল সাহাবী নিশ্চিত হলেন যে, এই আয়াত মোতাবেক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে সাহাবারা নিশ্চিত হলেন যে, মহানবী (সা.) সহ পূর্বের সকল রসূল ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কোন সাহাবী উচ্চবাচ্য করেন নি যে, না হযরত ঈসা (আ.) আকাশে আছেন। বুখারী শরীফে সবিস্তারে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পরপরই হযরত ঈসা (আ.) সহ সকল নবী-রসূলের মৃত্যুর বিষয়ে মুসলমানরা ইজমা বা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন আর এটিই ইসলামের প্রথম ইজমা।

আমাদের জবাবঃ

আররুসুলু শব্দটি রাসুল শব্দের বহুবচন হিসাবে এসেছে। তাই প্রায় সকল অনুবাদেই রাসুলগন অথবা বহূ রাসুল হিসেবে অর্থ এসেছে। এক্ষেত্রে তাই 'বহু' এর পরিবর্তে 'সব' অনুবাদ ব্যবহার প্রযোজ্য নয়। আর যেহেতু সকল রাসুলকে উল্লেখ করে বলা হচ্ছে না তাই ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) বিষয়টি এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতটি উহুদের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিলো। নবী করিম (সঃ) ইন্তেকালের পরে এই আয়াত নাযিল হয়নি। নবী করিম (সঃ)ইন্তেকাল প্রসঙ্গের সাথে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) যে সম্পর্ক হাদিসে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর কোন রেফারেন্স ঐ হাদিসে (সহীহ বুখারি পার্ট ৬ আম্বিয়া কেরাম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬৮) নেই।

২।সুরা আন নিসা ১৫৯

বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** ইহুদীরা তাঁকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করার মানসে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু, খোদা তা'লা বলেন, এমন নয় বরং আল্লাহ্ তাঁর রাফা করেছেন' অর্থাৎ তাঁর সম্মানজনক মৃত্যু হয়েছে, অভিশপ্ত নয়। রাফা শব্দ সম্মানজনক মৃত্যুর জন্যই ব্যবহার করা হয়। যেমন, হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই শব্দ মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার করেছেন। হাদীসেও মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সাহাবাদের উক্তি আছে যে, আল্লাহ্ স্বীয় নবীর রাফা করেছেন, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর পর খোদার সন্নিধানে সম্মানজনক স্থানে আসীন হয়েছেন। রাফা শব্দ পদমর্যাদায় উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়, দেহ আকাশে যাওয়ার জন্য নয়। এর প্রমাণ হলো সূরা মুজাদিলার আয়াত নং ১২, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদার রা'ফা (উন্নীত) করেন, অর্থাৎ তাদের পদমর্যাদা উন্নীত হয়। "রাফা"-র ফলে তাদের দেহ আকাশে যায় না।

আমাদের জবাবঃ

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে এই আয়াতটি আবার উল্লেখ করি আগের আয়াতের সাথে।

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। --আন নিসা ১৫৮-১৫৯

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, বনী ইস্রাইল বা ইহুদীরা ঈসা ইবন মরিয়ম(আঃ)কে হত্যা করতে গিয়েছিল। হত্যা করতে গিয়ে তারা ধাঁধায় পরে গিয়েছিল। নিশ্চিত ভাবেই তারা ঈসা(আঃ)কে হত্যা করতে পারে নাই।

যদি ঈসা (আঃ) কে তারা হত্যা করতে বা ক্রুশে চড়াতে নাই পারে তাহলে ঈসা(আঃ)এর ঐ সময়ে কি হয়েছিল, কীভাবে তিনি ঈহুদীদের থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন? এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। পরের আয়াতেই আল্লাহতায়ালা উত্তর দিয়েছেন যে বরং তাকে আল্লাহতায়ালা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ তায়ালা বলেন নাই যে ঈসা (আঃ) কাশ্মিরে চলে গিয়েছিলেন এবং তার সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাকে তার দিকে উন্নিত করেছেন। যে রকম আহমদীয়ারা দাবি করে থাকে।

তাহলে হয় আহমদীয়ারা সঠিক বলছে যেখানে আল্লাহতায়ালা জানেন না যে ঈসা(আঃ)কিভাবে ইহুদীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন এবং কাশ্মিরে চলে গিয়েছিলেন, নাহয় ঈসা(আঃ)কে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

১৫৯ নাম্বার আয়াতটিতে বাল (بَل) শব্দটির মানে হলো বরং(on the contrary) দুটি বিপরীত অর্থের আয়াতকে সংযুক্ত করে যা আগের আয়াতের অর্থকে নাকচ করে দেয়।

যেমন তারা আরিফকে হত্যা করতে পারেনি বরং সে জীবিত। তেমনি

আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে

কিন্তু নিম্নোক্ত বাক্য অর্থহীন

তারা আরিফকে হত্যা করতে পারেনি বরং তার মৃত্যুর পর তাকে উন্নিত করা হয়েছে!!!

আর আহাম্মক কাদীয়ানিরা এই আয়াতের এরকমই অর্থ করে

'আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে (তার মৃত্যুর পর)নিজের দিকে উন্নিত করেছেন'

কোরআনে হজরত মোহাম্মদ(সঃ), ইবরাহীম(আঃ), মুসা(আঃ), সুলাইমান(আঃ), দাউদ(আঃ), শুয়াইব (আঃ) এবং লুত (আঃ) এর মৃত্যুর ক্ষেত্রে আরবী 'মাতা' শব্দমুলের বিভিন্ন গঠন ব্যবহার করা হয়েছে। কার ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আরবী রাফা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি।

আর সুরা মরিয়ম আয়াত ৫৭ তে ইদ্রিস(আঃ)এর ক্ষেত্রে রাফা শব্দটি তার মৃত্যুর জন্য কোরআনে আসেনি।এই আয়াতের আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ আরও নবী রাসুলদের প্রতি তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন। আর ইদ্রিস (আঃ) এর ক্ষেত্রে আল্লাহের অনুগ্রহ হলো আল্লাহ তাকে উচ্চে উন্নীত করেছেন মানে সম্মাণিত করেছেন যা ঐ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও কাদিয়ানীরা ভুল ব্যখ্যা করেছে।

৪।সুরা আন নিসা ১৬০

<u>আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।</u>

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতের একটি অর্থ করা যেতে পারে, আহলে কিতাবীদের প্রত্যেকেই অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা নিজ নিজ মৃত্যুর পূর্বে স্ব-স্ব ধারণানুযায়ী ক্রুশীয় ঘটনার প্রতি ঈমান আনবে। অর্থাৎ ইহুদীরা এই বিশ্বাস নিয়ে মরবে যে, আমরা ঈসাকে ক্রুশে মেরে অভিশপ্ত প্রমাণ করেছি আর খ্রিষ্টানরা এই বিশ্বাস নিয়ে বিদায় নিবে যে, ঈসা (আ.) মানব জাতির পাপ বিমোচনকল্পে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন।

আবার কেউ কেউ বলে যে, হযরত ঈসা যে জীবিত এই আয়াত হচ্ছে তার প্রমাণ; অর্থাৎ তিনি যখন পৃথিবীতে আসবেন - সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু একথা সঠিক নয়, কেননা হাদীসে আছে যে, দাজ্জালের সাথে ৭০,০০০ আহ্‌লে কিতাব যোগ দেবে, আর সে নিজেও আহ্‌লে কিতাবের অন্তর্গত হবে। সে মসীহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে না এবং কাফির অবস্থাতেই মারা যাবে।

অতএব এ যুক্তি ভ্রান্ত, পক্ষান্তরে এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। প্রধাণতঃ স্মরণ রাখতে হবে, ইহুদী খ্রিষ্টানদের কাছে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিৎ কোন প্রমাণ নেই। ইহুদীরা বলছে, তিনি অভিশপ্ত হিসেবে মারা গেছেন; আর খ্রিষ্টানরা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) মানুষের মুক্তির জন্য রক্ত দিয়েছেন এবং ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যুকে বরণ করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ্‌ বলছেন, না তারা তাঁকে হত্যাও করতে পারেনি আর ক্রুশবিদ্ধ করেও মারতে পারেনি; বরং ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে আহ্‌লে কিতাব ঘোরতর সন্দেহে নিপতিত।

সকল আহ্‌লে কিতাব নিঃসন্দেহে একমত যে, হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই। সকল আহ্‌লে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই এ কথার উপর ঈমান আনবে যে, হযরত ঈসার ক্রুশে নিহত হওয়া সম্পর্কে তারা সন্দিহান। তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেও নিহত করতে পারেনি আর হত্যাও করতে পারেনি; আর যদি এ দু'টোর কোনটিই না হয়, তাহলে তৃতীয়টি অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্মানজনক মৃত্যুর উপর ঈমান আনা তাদের জন্য আবশ্যক।

আহ্‌লে কিতাবের প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমান না আনলেও প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে হলেও আহ্‌লে কিতাবের প্রত্যেক গোত্রের ঈমান এমনই হবে। এই সত্য কথাটি খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন بَل رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আমাদের জবাবঃ

বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদিসটি আমরা দেখিঃ

৩২০৫ حَدَّثَنَا إِسْحٰقَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ـ

৩২০৫ ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্রোত বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজ্‌দা করা সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

সুরা নিসার পূর্ববর্তী দুই আয়াতের(১৫৮-১৫৯) প্রসঙ্গ দিয়ে ও বোঝা যায় যে ঈসা (আঃ) হত্যা করা যায় নাই এবং আল্লাহ পাক তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। কেয়ামতের পূর্বে তিনি আবার আসবেন। যখন দাজ্জাল এবং তার ৭০০০০ সহচরদের মৃত্যু হবে তখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হবে । এই সময় সমস্ত আহলে কিতাবীরা ঈসা (আঃ) এর উপর ইমান আনবে। এটা কি আহমদিয়াদের কাছে সহজবোধ্য নয়? ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে আগমনের বিষয়টি বহু সহিহ হাদিস দ্বারাও অকাট্য ভাবে প্রমানিত।

নিচে সুরা নিসার তিনটি আয়াত আমরা এক সাথে দেখিঃ

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। --আন নিসা ১৫৮-১৫৯

আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।--আন নিসা ১৬০

৩। সুরা আল মায়িদা আয়াত ১১৭-১১৮

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** এই আয়াতে খোদা তা'লা খ্রিষ্টান জাতির ত্রিত্ববাদে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে হযরত ঈসাকে প্রশ্ন করেছেন। হযরত ঈসা বলছেন, যখন তুমি আমার তাওয়াফ্ফা করলে, অর্থাৎ যখন আমায় মৃত্যু দিলে, তখন থেকে তাদের বিষয়ে আমি আর কিছু জানিনা। কুরআন ও হাদীসে সর্বত্র তাওয়াফ্ফা শব্দ মৃত্যু বা রূহ কবজ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য বলে যে, এখানে 'তাওয়াফফী' শব্দ উপরে তুলে নেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কথার কথা, যদি আমরা তাদের যুক্তি মেনেও নিই, তবুও এই আয়াত অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের পূর্বে আর কখনও পৃথিবীতে আসতে পারেন না; কেননা; কিয়ামতের পূর্বে যদি আসেন তাহলে নিশ্চয় নিজ জাতিকে ত্রিত্ববাদে নিমজ্জিত দেখতে পাবেন। আর এমন পরিস্থিতিতে খোদার সামনে জাতির বিভ্রান্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন না।

আমাদের জবাবঃ

ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) দুনিয়াতে যতদিন ছিলেন তার দায়িত্ব সুচারুরুপে সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বাইরে তিনি কোন কিছুই করেননি। তাই তাকে আল্লাহ পাক দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার পর দুনিয়ায় তার নামে অপপ্রচারের দায় তার উপর বর্তায় না। আল্লাহ পাক অবশ্যই ওয়াফিকহাল কারা এইসব ঘৃণ্য কাজ করেছে। হে ভণ্ড কাদিয়ানির দল ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) তার জাতি সম্পর্কে অজ্ঞ নন বরং তার সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার থেকে তিনি দায়মুক্ত।

মির্জা গোলাম আঞ্জাম আথাম নামক বইয়ে কোরআন শরীফের সুরা মায়িদার ১১৭ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যাতে বলেন, খ্রীষ্টানরা ঈসা(আঃ) তার মৃত্যুর পরেই তাকে উপাস্য বানিয়েছিল। মির্জা গোলামের মতে ঈসা(আঃ)

১২০ বছর বয়সে ১২০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।মির্জা গোলাম আহমেদ তার চশমে মাসীহ বইতে উল্লেখ করেন পলই খ্রীষ্টানদের তিন-ঈশ্বর(Trinity) মতবাদের জনক। পল মারা যান হয় ৬৪ বা ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এনসাইক্লোপেডিয়ার ৯ নাম্বার ভল্যুম এবং The Hundred বইয়ের রেফারেন্স অনুযায়ী। তাহলে ঈসা(আঃ) যখন কাশ্মিরে ছিলেন তখন তাকে ঈশ্বর হিসেবে পুজা করা প্যালেস্টাইনে!! মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানীর এত বড় ভুল !!

১০।সুরা মরিয়ম-আয়াত ৩২

আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: যারা হযরত ঈসাকে জীবিত বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে এই আয়াত প্রশ্নবানে জর্জরিত করে। আয়াত বলে, তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তাঁকে দু'টো কাজ অর্থাৎ নামায পড়া ও যাকাত প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রশ্ন হলো, তিনি আকাশে কোন্ শরিয়ত মোতাবেক নামায পড়েন ও যাকাত প্রদান করেন? কুরআন বলে যে, তিনি হলেন বনী ঈস্রাইলের রসূল - তাই নিঃসন্দেহে তাঁকে ইঞ্জীলের রীতি মোতাবেক নামায পড়তে হবে। আবার প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, তিনি যাকাত কাকে দেন? আকাশে কি এমন মানুষও আছেন যারা দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন? আরও প্রশ্ন হলো, আকাশে তিনি যখন খ্রিষ্টানদের রীতি মোতাবেক নামায পড়েন তখন হযরত ইয়াহিয়া তাঁর পাশে কি নির্বিকার পড়ে থাকেন! তিনিও তো আকাশে জীবিত; কেননা মে'রাজের রাতে মহানবী (সা.) তাঁকেও ঈসা (আ.)-এর সাথেই দেখেছেন। তিনি যদি আকাশে ইসলামী রীতি মোতাবেক নামায পড়েন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে কে তাঁকে ইসলামী নামায শিখালো? যদি আল্লাহ্ শিখিয়ে থাকেন তাহলে বুঝা গেল যে, খোদা তাঁর প্রতি ওহী করেছেন। সেক্ষেত্রে এটি সাব্যস্ত্য হবে যে, ওহীর দ্বার এখনও খোলা আছে। এছাড়া যখন হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আসবেন তখন কি কুরআনের এই আয়াতের পরিপন্থী কাজ করবেন? কেননা এই আয়াতে, যতদিন তাঁর প্রাণ থাকবে ততদিন তাকে ইঞ্জীলের রীতি মোতাবেক নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? তাই সহজ ও সরল এবং সত্য কথা হলো, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

আমাদের জবাবঃ

কোন স্থানে যাকাত আদায় করার মত যদি কেউ না থাকে তাহলে যাকাত আদায় সম্ভব না। দুনিয়াতে যদি যাকাত আদায় করার কেউ না থেকে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে যাকাত দিব? এই বিষয়টা আকাশ বাসীদের বেলায় ও সত্যি। সেখানে যাকাত নেয়ার মতো কেউ নেই তাই যাকাত দেয়ার অবকাশও নেই।

আর নামায ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) আসমানে থাকা অবস্থাই আদায় করতে পারেন। যে নিয়ম অনুযায়ী তিনি নামায পরছেন তা আল্লাহতায়ালার আদেশ অনুযায়ীই করছেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা অহি নাযিল

করলেও কোন সমস্যার কিছু না। কারন তার আসমানে আরোহনের প্রায় ছয়শ বছর পরে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এই দুনিয়ায় আবির্ভাব।

১১।সুরা মরিয়ম-আয়াত ৩৪

আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যাঃ

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** এই আয়াত অনুসারে হযরত ঈসার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুধু তিনটিই। যদি আকাশে স্বশরীরে যাওয়া এবং আকাশ থেকে নাযিল হবার বিষয়টি সঠিক হতো, তাহলে নিশ্চয় তা এই আয়াতে উল্লেখ করা হতো। যদি এমন কথা সঠিক হতো, তাহলে খোদা তা'লা অবশ্যই একে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতেন। কাজেই, বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি আকাশেও যাননি আর আকাশ থেকে আসবেনও না।

আমাদের জবাবঃ

প্রথমত এই আয়াতে ঈসা(আঃ) যে আল্লাহের বান্দা যার জন্ম মৃত্যু এবং পুনুরুত্থান অন্য সব মানুষের মতো হবে এটা স্পষ্ট (তাফসীর ইবনে কাছীর)। স্রষ্টা জন্ম মৃত্যু এবং পুনুরুত্থান এ সকল জৈবিক ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং যারা ঈসা(আঃ)স্রষ্টা হিসাবে দাবী করে তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে।দ্বিতীয়ত, ঈসা(আঃ)তিনটি দিনে বা সময়ে তার উপর সালাম পেশ করেছেন যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে (ভবিষ্যত কাল- মানে এখনো তিনি ইন্তেকাল করেননি) এবং যেদিন তার পুনুরুত্থান হবে (ভবিষ্যত কাল- মানে এখনো তার পুনুরুত্থান হইনি)।

ঈসা(আঃ) কেন তার জীবনের অন্য কোন দিনে সালাম পেশ করেন নি এটা যেমন আহাম্মক কাদীয়ানিদের নির্ধারণ করার বিষয় নয় তেমনি পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ কি উল্লেখ করবেন আর কি করবেন না এটা নির্ধারণ করাও কাদীয়ানিদের এখতিয়ারে নেই। ঈসা(আঃ) আসমানে আরোহনের ব্যাপারও আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। কোরআন শরীফে কোন আয়াতে কি উল্লেখ করতে হবে তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আহাম্মক কাদীয়ানিরা যদি মনে করে তারা আল্লাহের চেয়ে ভালো জানে তাহলে সকল বিতর্কের অবসান এখানেই !!

১২। সুরা হাজ্ব- আয়াত ৬

হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি

ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যাঃ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানব-জীবন সম্পর্কে স্বীয় সুন্নতের বা রীতির কথা বলেছেন। কেউ স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পুরা হওয়ার পূর্বে মারা যায়, আর কেউ স্বাভাবিক জীবনকাল পূর্ণ করে এবং ধীরে ধীরে বয়সের এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে গিয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জনের পর পুনরায় অজ্ঞতার শিকার হয়। এটিকে খোদা তা'লা স্বীয় নিয়ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতেন তাহলে খোদা তা'লা অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। পক্ষান্তরে খোদা তা'লা বলেন, তুমি তাঁর নিয়মে কোন ব্যতিক্রম দেখবে না। এই আয়াত থেকেও পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

আমাদের জবাবঃ

আসহাবে কাহাফ এর যুবকদের কথাও ত আল্লাহ এই আয়াতে উল্লেখ করেননি অথচ তারা প্রায় তিনশত বছর ঘুমিয়ে ছিলেন কোন প্রকার খাদ্য-পানিও ব্যতিত। তারাও ত সাধারন নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। তাহলে কাদিয়ানি ব্যথ্যা অনুযায়ী এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা আসহাবে কাহাফের গুহাবাসিদের বিষয় উল্লেখ না করে ভুল করেছেন(নাউযুবিল্লাহ)- নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া সত্বেও আল্লাহপাক উল্লেখ করেননি।

এই আয়াত ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) অথবা আসহাবে কাহাফের গুহাবাসিদের উল্লেখ করে নাযিল হয়নি।তাফসির এ ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যথ্যাতে কোথাও ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) বা এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এই আয়াতের এরকম কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যথ্যা অগ্রহণযোগ্য-অবার্চীনসুলভ

১৩।সুরা বাকারা আয়াত ৩৭

অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যথ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মাটির দেহ নিয়ে পৃথিবীতেই থাকবে এবং এই পৃথিবীর জীবনোপকরণ উপভোগের পর মৃত্যু বরণ করবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাটির দেহ এই পৃথিবীতেই থাকবে, এই পৃথিবীর পরিবেশ সাথে না নিয়ে আকাশে যেতে পারে না। তাই বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। মাটিতে জন্ম এবং মাটিতে জীবন ধারণ করে মৃত্যুবরণ এই স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে ঈসা (আ.)-এর স্বশরীরে আকাশে গমন কোনভাবেই সাব্যস্ত নয়।

আমাদের জবাবঃ

সুরার এই আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ)কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আর মাটিতে জন্ম এবং মাটিতে জীবন ধারন করে মৃত্যুবরন এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম স্বয়ং আদম (আঃ)।উনার সৃষ্টি এবং জীবন ধারনের প্রথম অংশ বেহেস্তে ছিল। আর উনি যে ছিলেন মাটির তৈরি এটা তো সব মুসলমানেরই জানা। সুতরাং মাটির দেহ সব সময় এই পৃথীবিতে থাকবে এই যুক্তিও অগ্রহণযোগ্য। এই আয়াতের আগের আয়াতেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

সুরা বাকারা আয়াত ৩৬

এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক

২৪।সুরা আর রুম আয়াত ৪১

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মানব জীবনের উল্লেখযোগ্য ধাপ কেবল চারটি। প্রথমে তার জন্ম হয়, তারপর পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক জীবিকা দেয়া হয়। এরপর মৃত্যু আসে, অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হয়। এ আয়াতে এমন কোন শব্দ নাই যার আলোকে বলা যেতে পারে ঈসা (আ.) এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

আমাদের জবাবঃ

কেউ মরনের একশত বছর পর জীবিত হলে সেও উপরোক্ত কাদিয়ানী ব্যথ্যা অনুযায়ী চারটি ধাপের ব্যতিক্রম। কেননা সে আবার কেয়ামতের পরে পুনরুজ্জীবিত হবে। তার ধাপ হবে পাঁচটি! উপরোক্ত আয়াতেও ত ঐ কবরবাসীর কথা উল্লেখ করা হয় নি। ব্যতিক্রম হলে কোরআনের প্রতিটি আয়াতেই সেটা উল্লেখ করতে

হবে এই ধারনা বা যুক্তি আহমদীয়ারা কিভাবে পেলো তাই বরং চরম আশ্চর্যের বিষয়! সুরা বাকারার আয়াত ২৫৯ এর বঙ্গানুবাদ আমরা দেখি।

তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। সুরা বাকারা আয়াত ২৫৯।

কাদিয়ানি/ আহমদীয়ারা কি আল্লাহর আল্লাহের অসীম কুদরতে বিশ্বাস করে না?

২৪। সুরা আন নিসা আয়াত ৭৯

তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদের ধৃত করবে। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মৃত্যু ও মৃত্যুর আনুষঙ্গিক দিকগুলো সর্বত্র মানুষের সাথে লেগেই আছে। এটিই খোদার রীতি। এখানে আদৌ বলা হয়নি যে, মসীহ্ (আ.) এই নিয়মের বাহিরে। কাজেই এই আয়াতে উল্লেখিত ইশারা মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যু যে পিছু ধাওয়া করে এর অর্থ হলো, দুর্বলতা-বার্ধক্য এবং রোগ-ব্যাধি যা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কোন সৃষ্টিই এই নিয়মের ঊর্ধ্বে নয়।

আমাদের জবাবঃ

আবারো কাদিয়ানীদের কোরআনের আয়াতে নিয়মের ব্যতিক্রম খোঁজার চেষ্টা। কোরআনের কোন আয়াতে বলা হয়নি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) কখনো মারা যাবেন না। বরং আবার দুনিয়াতে আসার পর নির্দিষ্ট সময় পরে তিনি ইন্তেকাল করবেন।

২৫। সুরা আর রাহমান আয়াত ২৭-২৮

ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল।একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** যা কিছু পৃথিবীতে আছে আর যা কিছু ভূমি থেকে উদ্গত হয় তা সবই নশ্বর, অর্থাৎ তা ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কেউ এই অমোঘ বিধানকে এড়াতে পারে না। এ কারণেই শিশু - যৌবনে পৌঁছে, যুবক - বৃদ্ধ হয় আর বৃদ্ধ কবরে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ্ ফা'নিন শব্দ বেছে নিয়েছেন ইয়াফনি নয়; এর উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, এর ক্ষয় এমন নয় যা ভবিষ্যতে কোন সময় হবে বরং এখনই হচ্ছে। কিন্তু অনেকের ধারণা হযরত ঈসার উপর এই চির সত্যের কোন প্রভাব নেই অথচ খোদা মসীহ্ (আ.)-কে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আখ্যা দেন নি।

আমাদের জবাবঃ

এই আয়াত অনুযায়ী সকল সৃষ্টই (created) ধ্বংসশীল। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) ও আল্লাহর সৃষ্ট এবং দাস। মরিয়ম তনয় ঈসা(আঃ) সহ আল্লাহর কোন সৃষ্টিই এই আয়াতের ব্যতিক্রম হতে পারে না। আহাম্মক আহমদীয়ারা কি বোঝে না যে এই আয়াতের ব্যতিক্রম শিরকের শামিল? নাকি তারা আল্লাহের কালাম কোরআনের আয়াতে মুর্খামি আশা করে!

১৪। সুরা ইয়াসিন আয়াত ৬৯

<u>আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?</u>

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ যাকে দীর্ঘায়ু দেই সে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে যায়, শক্তি সামর্থ হারিয়ে বসে, তার ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে যায়, বুদ্ধিমত্তা লোপ পায়। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে এ সবকিছু নিয়ে চিন্তা করুন। বুঝবেন যে, এই নীতি অনুসারে এখন তাঁর আর কিছু বাকী নেই, অবশ্যই তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আমাদের জবাবঃ

সুরার এই আয়াতেও প্রত্যক্ষভাবে ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন অলৌকিকভাবে, আল্লাহের হুকুমের মাধ্যমে। তার কোন পিতা ছিলো না। আদম (আঃ) পিতা এবং মাতা কেউই ছিলেন না। তারা দুইজনই আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল ছিলেন। তারা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন। দুনিয়াতে মানুষের জন্ম পিতা এবং মাতার শারীরিক মিলনের ফসল হিসাবে হয়ে থাকে। অথচ ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) অথবা আদম (আঃ) এর প্রেক্ষাপটে কি এটা প্রযোজ্য? এটা হচ্ছে -দুনিয়ার নিয়ম বলে আল্লাহর ক্ষমতা, হুকুমকে দুনিয়ার নিয়ম দ্বারা বেধে ফেলার কাদিয়ানী/আহমদিয়াদের আহাম্মকী প্রয়াস। তারা ভুলে যায় হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কতৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় আগুন শীতল হয়ে যাওয়ার ঘটনা, মুসা(আঃ) কতৃক লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া সহ কোরআনে উল্লেখকৃত নবী রাসুলদের সকল মুযিজা সবই দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা ব্যখ্যার বাইরে। এরকম

হলে হয় আল্লাহের হুকুমে নবী রাসুলদের যেসব মুযিজা কোরআন দ্বারা স্বীকৃত তার সবগুলোই ভুল–আল্লাহের কালাম ভুল, না হয় ভন্ড কাদিয়ানী/আহমদিয়াদের এই ধরেনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল।

তাফসীর ইবনে কাছীর এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে "দুনিয়া ক্ষনস্থায়ী ও স্থানান্তরের জায়গা। এই দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়". হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) ও নির্দিষ্ট সময় পরে আল্লাহর হুকুমে আবার দুনিয়াতে আসবেন এবং ইন্তেকাল করবেন। এটা এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতেরই নিদর্শন।

সুরা আর রুম আয়াত ৫৫,সুরা ইউনুস আয়াত ২৫, সুরা আল মুমিনুন আয়াত ১৬, সুরা আয যুমার আয়াত ২২ এর ব্যখ্যাতেও এরকম প্রাকৃতিক নিয়মের গন্ডিতে আল্লাহর ক্ষমতাকে বেধে ফেলার প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। নিম্নে এই আয়াতগুলোকে পরপর কাদিয়ানী ব্যাখ্যাসহ দেয়া হলো। আহমদীয়াদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো প্রাকৃতিক নিয়ম কি আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে না আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন? এই সুরা আর রুম ৫৫ আয়াতেই ত বলা আছে "তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"।

১৫।সুরা আর রুম আয়াত ৫৫

আল্লাহ তিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ খোদা তোমাদের দুর্বল সৃষ্টি করেছেন, দুর্বলতার পর শক্তি দেন আবার শক্তির পর দুর্বলতা এবং বার্ধক্যে উপনীত করেন। এই আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, কোন মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে নয়। সকল সৃষ্টি এই নিয়মের অধীন। কাল্ তার জীবনকে প্রভাবিত করছে, আর এক পর্যায়ে কালের প্রভাবে সে মারা যায়। অতএব, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

১৬।সুরা ইউনুস আয়াত ২৫

পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ইহজীবনকে তুলনা করা হয়েছে পানির সাথে, যার সংস্পর্শে বীজ অংকুরিত হয়। এরপর তা বড় হয়, বৃদ্ধি পায়, ফুলে-ফলে এবং সুষমামন্ডিত হয়, যা থেকে মানুষ ও অপরাপর প্রাণী খায় এবং লাভবান হয়, আর অবশেষে এর উপর আসে অবলুপ্তির পালা। অর্থাৎ মানুষ ও গাছপালা, উদ্ভিদ বা ফসলের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথমে তা উৎকর্ষের দিকে যায় এরপর আসে ক্ষয়ে যাওয়ার পালা। **প্রশ্ন হলো, হযরত মসীহ্ (আ.) কি এই প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে?**

১৭।সুরা আল মুমিনুন আয়াত ১৬

এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: খোদা তা'লা তোমাদের ধীরে ধীরে উৎকর্ষে পৌঁছান। উৎকর্ষে পৌঁছার পর তোমাদের ক্রম পতনের যুগ আসে, আর এক পর্যায়ে তোমরা মারা যাও। তোমাদের জন্য এটিই খোদার নিয়ম, কোন মানব এর বাহিরে নয়। হে খোদা! যারা **হযরত ঈসা (আ.)-কে এর বাহিরে মনে করে,** তুমি তাদের দৃষ্টি শক্তি দাও।

১৮।সুরা আয যুমার আয়াত ২২

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়তগুলোতেও উপমা স্বরূপ একথাই বলা হয়েছে যে, মানুষ, শস্য বা উদ্ভিদের ন্যায় আয়ুষ্কাল পুরা করে এবং মারা যায়।

২৯। সুরা আল হাশর আয়াত ৮

রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যাঃ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: মিশকাত শরীফের হাদীসে মহানবী (সা.)-এর উক্তি আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের লোকদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বয়স হবে ৬০ থেকে ৭০। এমন মানুষ অতি বিরল হবে যারা এই বয়ঃসীমা অতিক্রম করবে। এটি স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা উম্মতভূক্ত; তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, মানুষ যেখানে বড় কষ্টে ৭০ বছর বয়স পাচ্ছে, সেখানে কিভাবে তিনি অনায়াসে ২০০০ বছর জীবিত আছেন! আর এখনও মরার নামই নিচ্ছেন না বরং বলা হয় যে, পৃথিবীতে এসে ৪০ বছর জীবিত থাকবেন।

অপর হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা.) কসম খেয়ে বলতেন, এই পৃথিবীর কোন সৃষ্টি একশত বছর পর জীবিত থাকবে না। অর্থাৎ, যাদের সৃষ্টি এখানে হয়েছে তারা একশত বছরের বেশী জীবিত থাকবে না। অতএব হযরত ঈসা (আ.)-এর যেহেতু এ পৃথিবীতেই জন্ম তাই তিনি জীবিত নেই। এ হলো রসূল (সা.)-এর দেয়া সিদ্ধান্ত; গ্রহণ বা বর্জন করা আপনার ইচ্ছা।

আমাদের জবাবঃ

উপরোক্ত ব্যথ্যাতে দেখা যাচ্ছে কাদিয়ানী/ আহমদীয়ারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত হিসাবে মেনে নিয়েছে যদিও তারা বিশ্বাস করে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)এর মৃত্যু হয়ে গেছে!!

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছেন, হযরত আদম (আঃ) পিতা মাতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছেন। কাদিয়ানীরা কেন এসব বিষয়ে প্রশ্ন করেন না। এ বিষয় দুটি ও তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। কিন্তু কাদিয়ানীরা কি তাই বিশ্বাস করে যে আল্লাহের কাছে কি এগুলো অসম্ভব? নাউযুবিল্লাহ!!

রাসুল (সঃ) এর বেশির ভাগ উম্মতের বয়স ৬০-৭০। এটা সকল উম্মত কে নির্দেশ করছে না।

আর ১০০ বছরের বেশি বাচবে না এটা রাসুল (সঃ) **দুনিয়ার বুকে** তার সমকালীণদের উল্লেখ করে বলেছেন। এই হাদিসের অপর ব্যথ্যায় তিনি তার পরিচিতদের উল্লেখ করে বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন -তার বেলায় তাই এটা প্রযোজ্য নয়।

সহিহ বুখারি ৪১ অধ্যায়ে ৭০২৮ নাম্বার হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে রাসুল (সঃ) এর সময়ে আল জাসাসা (রাঃ) নামে সাহাবা এক দ্বীপে দাজ্জালের দেখা পান। দাজ্জাল শিকল বন্দি অবস্থায় ছিলো এবং দাজ্জালের সাথে ঐ সাহাবার বাক্যালাপ হয়েছিলো। দাজ্জাল কেয়ামতের একটি নিদর্শন। রাসুল (সঃ) সময় থেকে এখন পর্যন্ত (১৪০০ বছরের বেশি) দাজ্জাল যদি আল্লাহের হুকুমে জীবিত থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহের হুকুমে ঈসা (আঃ)এর ২০০০ বছর জীবিত থাকতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

৮।সুরা আম্বিয়া-আয়াত ৩৫

আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যাখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতের অর্থ হলো, কোন মানুষ মৃত্যুর বিধানের বাহিরে নয়। অভিধানে 'খুল্‌দ্‌' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, সর্বদা একই অবস্থায় থাকা বা চির সবুজ থাকা। এ আয়াত অনুসারে 'খুল্‌দ্‌' কাউকে দেয়া হয়নি। কালের বা যুগের প্রভাবে সকলেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। হযরত ঈসা (আ.) ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। মহানবী (সা.) হলেন সবচেয়ে বড় ও কল্যাণকর নবী, অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন বা 'খুল্‌দ্‌' যদি তাঁকে প্রদান না করা হয় তাহলে অন্য কাউকে প্রদান করা - কি করে সিদ্ধ হতে পারে? অতএব এই আয়াতও হযরত ঈসার স্বাভাবিক পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে।

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে এটা আল্লাহ তায়ালা এর পরের আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) দুনিয়ায় আসবেন এবং পরে তিনিও ইন্তেকাল করবেন। এটা এই আয়াতের সাথে কখনই সাংঘর্ষিক নয়।

সুরা আম্বিয়া-আয়াত ৩৬

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৯।সুরা আল ফুরকান ২১

আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একেক অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা সবর কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠিয়েছি তাঁরা সবাই খাবার খেতেন এবং বাজারে চলাফেরা করতেন অর্থাৎ তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মতই ছিল তাদের খাদ্যাহার ও চলাফেরা। অতএব তাদের প্রতি অতিমানবীয় বা অস্বাভাবিক কোন জীবনাচরণ আরোপ করা ঠিক নয়। জীবিত থাকার জন্য নবীরা যে খাবার খেতেন তা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেউ এর ব্যতিক্রম নন। অতএব হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যেহেতু, সূরা আল্ মায়েদার ৭৬ নম্বর আয়াত অনুযায়ী তিনি এখন আর খান না, কাজেই তিনি যে মারা গেছেন তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো।

আমাদের জবাবঃ

এই আয়াতে রাসুলদের খাবার গ্রহণ এবং হাটে বাজারে চলাচল দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে নবী-রাসুলরাও মানুষ, তাদের ও জৈবিক চাহিদা পুরন করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খাবার খেলে পেশাব পায়খানার ও প্রয়োজন হয়। এসবই প্রানিবৈশিষ্ট্য। কোন কোন রাসুলদের উম্মত তাদের রাসুলদের সৃষ্টিকর্তা ভেবে তাদের এবাদত করে। কিন্তু মানুষ যাদের জৈবিক চাহিদা আছে তারা কি করে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে?আল্লাহতায়ালা জৈবিক চাহিদা মুক্ত।আল্লাহতায়ালার পক্ষে এসকল জীব-বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য নয়। এটাই তাফসীর ইবনে কাছীরের

ব্যাখ্যা। সুরা মায়েদার ৭৬ নাম্বার আয়াতেও বলা হয়েছে ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ)এবং মরিয়ম (আঃ) তারা উভয়েই খাবার খেত। খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ)এবং মরিয়ম (আঃ)কে তাদের সৃষ্টিকর্তা মানে। আল্লাহ তায়ালা সুন্দরভাবে সুরা মায়েদার(৭৬)যুক্তি দিচ্ছেন যে এটা কিভাবে সম্ভব যারা খাবার খায় তারাই আবার সৃষ্টিকর্তা!

৫।সুরা মায়েদার আয়াত ৭৬

মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ননা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচেছ।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যথ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'কানা ইয়াকুলান' এর অর্থ হলো তাঁরা উভয়ই অতীতে খাবার খেতেন। জানা কথা, হযরত মরিয়ম মৃত্যুর কারণে এখন আর খাবার খান না। হযরত ঈসাকেও খোদা তা'লা একই শব্দের অধীনে এনেছেন, তাঁর জন্য পৃথক কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) ও ইন্তেকাল করেছেন। কেউ কেউ বলে যে, তিনি যদি বিনা পিতায় জন্ম নিতে পারেন, তাহলে খাবার না খেয়েও জীবিত থাকতে পারেন; এমন লোকদের জন্য দুঃসংবাদ হলো, পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ায় নবীদের নাম উল্লেখের পর খোদা তা'লা বলেন, "আমি তাঁদের এমন কোন শরীর বা দেহ দান করিনি যা খাবার না খেলেও টিকে থাকতে পারে"। তাই বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

৬।সুরা আম্বিয়া আয়াত ৯

সুরা আম্বিয়ার ৯ নাম্বার আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা একই যুক্তি দিয়েছেন।

আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যথ্যা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর একটি অমোঘ নিয়মের উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, নবী মাত্রই জীবন ধারণের জন্য খাবার খেয়ে থাকেন আর তাঁরা অস্বাভাবিক দীর্ঘজীবন লাভ করেন না। 'খালেদীন' শব্দটি চিরস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ নিয়মানুযায়ী যদি কোন নবী সম্বন্ধে কুরআন সাক্ষ্য প্রদান করে বলে, তিনি অতীতে খাবার খেতেন এখন আর খান না তাহলে সুনিশ্চিৎভাবে প্রমাণ হবে যে, সেই নবী আর জীবিত নেই। হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে এ কথাই আল্লাহ্ তা'লা সূরা মায়েদার ৭৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন। অতএব হযরত ঈসা (আ.) নিশ্চিতভাবে মারা গেছেন।

আমাদের জবাবঃ

সুরা আম্বিয়ার এই আয়াতের ঠিক আগের আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। - সুরা আম্বিয়া(৮)

মানুষ যেন তাদের নবী রাসুলদের সৃষ্টিকর্তা না ভাবে এই বার্তাটি আল্লাহ বারবার দিয়েছেন। অথচ আহাম্মক আহমদীয়ারা বারবার বোঝাতে চাইছে প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর নাই। নুহ (আঃ) ৯০০ বছর শুধু ধর্ম প্রচার করেছেন । যে আল্লাহের কাছে পূর্ববর্তী নবীর এত বছর হায়াত দেয়া সম্ভব সেই একই আল্লাহের কাছে যে কাউকেই দীর্ঘজীবন দেয়া সম্ভব।

২০।সুরা আন নাহল আয়াত ২১-২২

এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত।তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যাঃ

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করা হয়, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয়; আর তারা জানে না কবে উত্থিত হবে। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করা হয় তাদের একজন হলেন হযরত ঈসা (আ.)। মানবগোষ্ঠির এক বিশাল অংশ হযরত ঈসাকে উপাস্য হিসেবে ডাকে। ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানরা তাকে ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বররূপে ডাকে। তাঁর কাছে সাহায্য চায় (নাউযুবিল্লাহ)। এই আয়াত বলছে, এমন সব উপাস্য ইন্তেকাল করেছে। এখনও যদি হযরত ঈসাকে মৃত না মানেন, তাহলে পরিষ্কারভাবে বলেন না কেন যে, আমরা কুরআন মানি না।

আমাদের জবাবঃ

আবার ও এই আয়াতের আহাম্মকী ব্যাখ্যা আহমদীয়ারা দিলো। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ যাদেরকে মুর্তি বানিয়ে পুজা করে এমন সব উপাস্য ইন্তেকাল করেছে বা এখন বেচে নেই বা মৃত। তাহলে মানুষেরা যদি জীবিত কোন ব্যক্তির মুর্তি বানিয়ে পুজা শুরু করে তাহলে ত এই আয়াত মিথ্যা হয়ে গেল। একইভাবে যদি গরু,ছাগল, বানরের মুর্তি বানিয়ে পুজা করে, সে ক্ষেত্রেও এই আয়াত তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মিথ্যা প্রমানিত হলো। তাহলে কোরআনের আয়াত মিথ্যা না আহমদয়ীদের ব্যাখ্যা ভুল!!

যে সব মিথ্যা উপাস্যদের কাছে মানুষ প্রয়োজন পুরনের আবেদন জানায় সে সব উপাস্য কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। এবিষয়ে ইব্রাহীম(আঃ) তার কওমকে যা বলেছেন তা আল্লাহ পাক এরশাদ করেন সুরা আস সাফফাতের ৯৫-৯৬ আয়াতেঃ

<u>সে বললঃ তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।</u>

তাই সুরা নাহলের এই আয়াতে মৃত-প্রাণহীন বলতে-প্রানহীন জড় বস্তু-মুর্তিকে উল্লেখ করে বলা হতে পারে আবার যারা অতীত এবং বর্তমান সময়ে মৃত বা ভবিষ্যতে কোন সময়ে মৃত হবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হতে পারে। তাফসীর ইবনে কাছীর (ত্রয়োদশ অধ্যায়) এবং তাফসীর মা'আরেফুল কোরআনে(পঞ্চম খণ্ড) এই আয়াতের এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯। সুরা আল বাকারা আয়াত ১৩৫

<u>আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়-যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।</u>

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ ইতোপূর্বে যত নবী ছিলেন তাঁরা একটি উম্মত বা সম্প্রদায় ছিলেন, যাদের সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কয়েকজন নবীর উল্লেখের পর আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে তাঁদের মৃত্যুর উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী-রসূলরাও স্বাভাবিক জন্ম-মৃত্যুর বিধানের উর্ধ্বে নন। এই মৃত্যুর বিষয়টি বুঝানোর জন্য এখানে 'খালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নম্বর আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ সকল রসূলের ইন্তেকালের বিষয়টি বুঝানোর জন্য একই 'খালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব সকল নবীদের মাঝে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুও সুপ্রমাণিত।

আমাদের জবাবঃ

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে এই আয়াতটি তার আগের আয়াতের সাথে আবার দেখি।

<u>তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়-যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।</u> সুরা বাকারা আয়াত ১৩৪-১৩৫

স্পষ্টতই এই আয়াতগুলোতে ইয়াকুব(আঃ) এবং তার সন্তানদের, ইবরাহীম(আঃ),ইসমাঈল(আঃ) এবং ইসহাক (আঃ)এর প্রসঙ্গ এসেছে। এই আয়াতগুলোতে উল্লেখকৃত এই কয়েকজন নবী ছাড়াও এই পৃথিবীতে আরও অনেক নবী ও রাসুল ছিলেন যাদের কথা আয়াতগুলোতে আসেনি। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা 'সকল নবীরা একটি উম্মত বা সম্প্রদায় ছিলেন' এরকম কোনভাবেই বোঝায় না। সুতরাং 'সকল নবীরা একটি উম্মত বা সম্প্রদায় ছিলেন' এটাকে উপজীব্য করে পরবর্তী ব্যখ্যাগুলোও প্রযোজ্য নয়। সুরা আলে ইমরানের ১৪৫ এর কাদিয়ানী

ব্যখ্যা যে ভুল তা ইতমধ্যেই প্রমাণ করা হয়েছে। আর সকল প্রানীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।কিন্তু কে কখন মৃত্যুবরন করবে এর সঠিক সময় কেবল আল্লাহতায়ালা ভাল জানেন।

২১। সুরা আল আহযাব আয়াত ৪১

মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যা

> **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং নবীদের সমাপ্তকারী। অর্থাৎ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমনের মাধ্যমে শরিয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর ভিন্ন শরিয়তের কোন নবীর আসার সুযোগ বা অবকাশ নেই, কেননা তিনি (সা.) খাতামান্ নবীঈন। তাই বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আসতে পারেন না। কেননা হযরত ঈসা (আ.)-কে যদি পৃথিবীতে নবুয়ত করতে হয় তাহলে জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করা ও শরিয়ত অবতীর্ণ হবার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, রিসালত সম্বলিত ওহী কিয়ামত পর্যন্ত এখন আর আসতে পারে না। কাজেই, খতমে নবুয়ত ভঙ্গ করে পূর্ববর্তী ঈসার আসার আর কোন সুযোগ নেই।

আমাদের জবাবঃ

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এই দুনিয়াতে আবার আসবেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা সুরা যুখরুফের ৫৭-৬১ আয়াতে এরশাদ করেন।

যখন মরিয়ম পুত্র [ঈসার] দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়, দেখো , তোমার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল তোলে [উপহাস করে] ! এবং তারা বলে, " আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না সে ?" ওরা কেবল বাক্-বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে থাকে। নিশ্চয়ই তারা তো এক কলহপ্রিয় সম্প্রদায়। সে একজন বান্দা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমি তাকে আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম, এবং ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের জন্য দৃষ্টান্ত করেছিলাম।এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম এবং তারা দুনিয়াতে একে অন্যের উত্তরাধীকারী হতো।এবং [ঈসা] কিয়ামতের [আগমনের] নিশ্চিত নিদর্শন। সুতারাং [কেয়ামত] সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, বরং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ। সুরা যুখরুফের ৫৭-৬১

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন(আনন্দের) হবে যখন তোমাদের মাঝে মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ)অবতরন করবেন। তিনি কোরআন এবং সুন্নাহ মতে শাসন কায চালাবেন, ইঞ্জীল অনুযায়ী নয়। সহিহ বুখারী অধ্যায় ৫৫, হাদিস ৬৫৮।

কেয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) আসবেন রাসুল (সাঃ) এর উম্মত হিসাবে। নবী হিসাবে তিনি আসবেন না।

৩০।সুরাঃ বনী ইসরাঈল আয়াত ৯৪

অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করবনা, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুনঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে?

কাদিয়ানি/আহমদীয়া ব্যখ্যাঃ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: কাফিররা মহানবী (সা.)-এর কাছে দাবী করে যে, আকাশে আরোহণের মত নিদর্শন দেখাও। তিনি (সা.) তাদের বলেন, এই মাটির দেহের আকাশে যাওয়া খোদার রীতি ও নিয়ম পরিপন্থী। কিন্তু যদি হযরত ঈসার মাটির দেহ আকাশে যায়, তাহলে মহানবীর এই উক্তি প্রশ্নবানে জর্জরিত হবে; আর খোদার কথায় স্ববিরোধ দেখা দেবে। তাই, নিশ্চিত সত্য কথা হলো, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত স্বশরীরে আকাশে যাননি; বরং মৃত্যুর পর আকাশে গিয়েছেন - যেভাবে হযরত ইয়াহিয়া, আদম, ইদ্রিস ও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আকাশে উঠানো হয়েছে।

আমাদের জবাবঃ

এই আয়াতটি নবী করিম (সাঃ) এর কাওম যখন তার কাছে মুজিযা দাবী করে তাকে হেনস্থা করতে চেয়েছিল সে প্রহঙ্গে নাযিল হয়েছিল। আসলে তার কাওমের ঈমান আনার কোন ইচ্ছা ছিল না। তারা চেয়েছিল রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে কষ্ট দিতে। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য জানতেন। তারপরও আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে বলেছিলেন নবী করিম (সাঃ) যদি চান, তার কাওমের দাবী মতো আল্লাহ তাদেরকে সকল মুজিযা দেখাবেন কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে কঠোর শাস্তি বা আযাব দিবেন। অথবা নবী করিম (সাঃ) যদি চান আল্লাহ তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজা খুলে রাখবেন। রাহমাতুল্লিল আলামিন দ্বিতীয়টিই পছন্দ করে ছিলেন(তাফসীর ইবনে কাছীর)

‘এই মাটির দেহ আকাশে যাওয়া খোদার রীতি ও নিয়ম পরিপন্থী’- আহমদীয়াদের ব্যখ্যার এই হাদীসটি সম্পুর্ন কাল্পনিক-কাদিয়ানী মস্তিষ্ক প্রসুত, যার কোন রেফারেন্স তাদের নাই। মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রনের এই ফরমুলা তারা তাদের গুরু ব্রিটিশদের থেকেই সহজাতভাবে পেয়েছে। এই সময়ে মানুষ অহরহ বিমান ভ্রমন করছে, আকাশ, মহাকাশ থেকে চাঁদ কোনটাই মানুষের আর অধরা নেই। এটা ভণ্ড কাদিয়ানীদের মিথ্যার বেসাতি সাজিয়ে তাদের নিজেদের বানানো কথা হাদীস বলে, আল্লাহের কালাম বলে চালিয়ে নেয়ার ঘৃণ্য চেষ্টা । আকাশে ভ্রমন করা কখনোই আল্লাহের রীতি বিরুদ্ধ নয়, হলে সুলায়মান (আঃ) অল্প সময়ে এতদুর ভ্রমন করতে পারতেন না। সূরা সাবাতের ১২ নাম্বার আয়াতে রয়েছেঃ

আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। সূরা সাবাত আয়াত ১২

২২।সূরাঃ নাহল আয়াত ৪৪

আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে;

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে যদি তোমরা এমন বিষয়ের মুখাপেক্ষী হও যা সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই তাহলে তোমরা কিতাবের ইতিহাসের সূত্রে বিষয়টি যাচাই কর এবং তাদের গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দাও তাহলে বিষয় পরিস্কার হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখা উচিত যে, তাদের গ্রন্থে অতীতের কোন নবীর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়ে থাকলে, পূর্বের নবীই কি এসেছেন নাকি এমন বাক্যের অন্য কোন অর্থ আছে? আমরা জানি যে, এই বিতর্কিত বিষয়ের মিমাংসা হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং করে গেছেন; আর তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। রাজাবলী এবং মালাখি নবীর বই দেখুন! যেখানে এলিয়া নবীর দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ আছে। হযরত ঈসা (আ.) যখন খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবী করলেন তখন ইহুদীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, এলিয়া কোথায়? কেননা, ঈসার আসার পূর্বে এলিয়ার আসার কথা! উত্তরে তিনি ইয়াহিয়ার দিকে ইশারা করে বলেন যে, ইনিই এলিয়া; ইচ্ছা হয় মান অথবা অস্বীকার কর। সুতরাং পূর্ববর্তী কোন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকলে আক্ষরিক অর্থে কোন নবীর আগমন বুঝায় না বরং তাঁর গুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তির আগমনকে বুঝায়।

আমাদের জবাবঃ

নদী রচনা লিখতে গিয়ে হাতি রচনা লিখার মতো ব্যখ্যা দিলো কাদিয়ানীরা! উপরোক্ত আয়াত রাসুলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আরব বাসীরা তাকে রাসুল হিসাবে অস্বীকার করে বসে এবং বলে আল্লাহ তায়ালা কোন মানুষকে তার রাসুল হিসাবে পাঠাতে পারেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন তোমাদের বিশ্বাস না হলে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কিতাব ধারীদের জিজ্ঞেস করো যে আগের নবী রাসুলরা মানুষ ছিলো না ফেরেশতা। তার মানে এই নয় যে প্রতিটি বিষয়ে পূর্ববর্তী কিতাব ধারীদের জিজ্ঞেস করতে হবে। আর এই আয়াত কেবল মাত্র ঈসা (আঃ) কে উল্লেখ করেও নাযিল হয়নি। বাইবেলের যেসব উদ্বৃতি এখানে করা হয়েছে তা অপ্রাসংগিক।

২৩।সূরাঃ ফাযর আয়াত ২৮-৩১

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আরামপ্রাপ্ত আত্মা ও প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রভুর দিকে ফিরে আস আর আমার সেসব বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ যতদিন ইন্তেকাল না করে ততদিন অতীত লোকদের সাথে মিলিত হতে পারে না। মি'রাজের হাদীস, বুখারী শরীফে যার উল্লেখ আছে, তা থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন; কেননা এতে হযরত ঈসা (আ.) মৃতদের শ্রেণীভূক্ত ছিলেন আর হযরত ইয়াহিয়া এবং অন্যান্য নবীরাও তাঁর সাথে ছিলেন।

আমাদের জবাবঃ

উপরোক্ত আয়াতটি শেষ বিচারের দিনে জান্নাত বাসিদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে।এই আয়াতের আগের আয়াত গুলোতে কেয়ামত এবং জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত মানুষের ইন্তেকালের পরে কেয়ামতের আগের অবস্থা উল্লেখ করে নাযিল হয়নি। তাই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এখানে কেবল ঈসা (আঃ) এর প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে এবং রেফারেন্স বিহীন হাদিস দ্বারা এর সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষেঃ

ব্রিটিশ শাসক দের মদদপুষ্ট হয়ে মুসলমানদের দ্বিধা বিভক্ত করার উদ্যেশে যা যা এই ভণ্ড নবী করেছে এবং তার অনুসারীরা এখনও যা যা করেছে আল্লাহ পাক তার থেকে আমাদেরকে হেফাযতে রাখুন। আমিন